(ক)

## একক মালিকানা ব্যবসায়ের ধারণা

একটা গ্রামের বাজারের কথা যদি ভাবা যায়, তবে দেখা যাবে সেখানে ছোট ছোট মুদির দোকান, চা-পুরির দোকান। কেউ সবজি, কেউ মাছ বা পোষাক বিক্রয় করছে। দর্জির দোকান, সেলুন ও কাপড়ের দোকান। কারও দোকান স্থায়ী প্রকৃতির আবার কারো অস্থায়ী। এভাবে নানান দোকান আমরা যা দেখি এর সবই একমালিকানা ব্যবসায়।

একক ব্যক্তির মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ব্যবসায়কে একমালিকানা ব্যবসায় বলে। যে কেউ স্বল্প পুঁজি নিয়ে যেমনি সহজেই এই ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করতে পারে তেমনি ইচ্ছা করলে সহজে এর অবসানও ঘটাতে পারে। এক্ষেত্রে মালিক নিজ দায়িত্বেই মূলধন সংস্থান করে প্রয়োজনে কর্মচারির সাথেই ব্যবসায় চালায় এবং মুনাফা হলে তা ভোগ করে। অবশ্য ক্ষতি হলে সব দায় তাকে একাই বহন করতে হয়। একক মালিকানা সীমাবদ্ধতার কারনে এরূপ ব্যবসায়কে খুব বড় করে গড়ে তোলা যায় না। সহজে এ ব্যবসায় ভেঙ্গে যেতে পারে বিধায় এর প্রতি জন আস্থাও কম থাকে। এরূপ ব্যবসায়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন ঘটায় একে সবচেয়ে প্রাচীন ধরণের ব্যবসায় সংগঠন বলা হয়ে থাকে। এ ব্যবসায়ের কোন জটিলতা নেই, মালিকানা ও লাভ বন্টন নিয়ে বিরোধ নেই তাই এ ব্যবসায়টি একমালিকানা ব্যবসায়।

Scanned with CamScanner

## একমালিকানা ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য

ব্যবসায়ের যাত্রা যে সংগঠনের মাধ্যমে শুরু হয়েছিল তাই একমালিকানা ব্যবসায়। প্রাচীন ধরনের এ ব্যবসায় সংগঠন যে সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে নিজস্ব স্বকীয়তা নিয়ে অদ্যাবধি অত্যন্ত গুরুত্বের টিকে আছে তা নিচে তুলে ধরা হলো:

১. একক মালিকানা:- এরূপ ব্যবসায়ের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো একক মালিকানা। এখানে একজনই নিজ দায়িত্বে মূলধন সংস্থান এবং ব্যবসায় গঠন ও পরিচালনা করেন।

২. সহজ সংগঠন:- সহজ সংগঠন বলতে বোঝায় গঠন ও পরিচালনা অন্য প্রতিষ্ঠান হতে আলাদা ও সহজ। একমালিকানা ব্যবসায়ের গঠন সবচেয়ে সহজ।

৩. সীমিত মূলধন ও আয়তন:- একক মালিকের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে এধরণের ব্যবসায়ের মূলধন স্বভাবতই কম থাকে। ফলে তা ক্ষুদ্রায়তন প্রকৃতিতেই গড়ে ওঠে।

৪. মালিকের অসীম দায়:- মালিকের অসীম দায় বলতে ব্যবসায়ে বিনিয়োগকৃত নিজস্ব মূলধনের বাইরেও তার দায় সৃষ্টি হওয়াকে বোঝায়। যার কারণে মালিকের নিজস্ব ব্যক্তিগত অন্যসকল সম্পত্তি প্রয়োজনে দায়বদ্ধ হয় এবং সেজন্য দেউলিয়াও ঘোষিত হতে পারে।

৫. একক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রন: একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিকের নিরঙ্কুশ মালিকানা, একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার জন্ম দেয়। তাই একমালিকানা ব্যবসায়ে মালিকই সর্বেসর্বা।

৬. প্রত্যক্ষ সম্পর্ক: এ ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বলতে মালিকের সাথে কর্মচারী ও গ্রাহকদের সরাসরি সম্পর্ককে বোঝায়।

৭. মালিক ও সত্তার অভিন্নতা: একমালিকানা ব্যবসায়ের আইনানুগ কোন কিছুর পৃথক সত্তা নেই। মালিকের সত্তাই এক্ষেত্রে মুখ্য।

৮. নমনীয়তা: পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে চলার সামর্থ্যকে নমনীয়তা বলে।

## (গ)
## একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব

বর্তমান বৃহদায়তন উৎপাদনের যুগে প্রাচীন ও ক্ষুদ্রায়তন প্রকৃতির একমালিকানা ব্যবসায়ের গুরুত্ব হ্রাস পাওয়ার কথা থাকলেও অদ্যাবধি এর গুরুত্ব কমেনি। নিচে এ ব্যবসায়ের গুরুত্ব আলোচনা করা হলো:-

১. ব্যাপক সেবা প্রদান:- স্বল্প মূলধন নিয়ে এ ব্যবসায় শহরের কেন্দ্রস্থল হতে শুরু করে গ্রাম গঞ্জের সর্বত্র গড়ে ওঠে। তাই প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ভোক্তা সাধারণের হাতে তুলে দেয়া সম্ভব হয় খুব সহজেই।

Scanned with CamScanner

২. সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি:- শহর ও গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক জনগোষ্ঠী এরূপ ব্যবসায় গড়ে তোলার মানসে তাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়কে একত্রিত করে এ ধরণের ব্যবসায় গঠন করে।

৩. আয় ও সম্পদ বৃদ্ধি:- ব্যাপক ভিত্তিতে একমালিকানা ব্যবসায় গঠিত ও পরিচালিত হওয়ার ফলে তা ব্যাপক জনগোষ্ঠীর আয়ের ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করে।

৪. অধিক কর্মসংস্থান:- যে কেউ স্বল্প পুঁজি নিয়ে সহজেই এরূপ ব্যবসায় গড়ে আত্মকর্মসংস্থান করতে পারে এবং বিভিন্ন অনেকে এরূপ ব্যবসায় পরিচালনা করে।

৫. উত্তম প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র: দক্ষ ব্যবসায়ী হওয়ার পিছনে অভিজ্ঞতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য। যা তাকে বৃহদায়তন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠায় সাহায্য যোগায়।

৬. সম্পদের সুষম বন্টন: ক্ষুদ্রায়তনের একমালিকানা ব্যবসায় দেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্র ব্যাপকভাবে গড়ে ওঠে। ফলে বৃহদায়তন ব্যবসায়ের মতো কতিপয় ব্যক্তির হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত হওয়ার সম্ভাবনা থাকেনা।

(ঘ)

## একমালিকানা ব্যবসায়ের উপযুক্ত ক্ষেত্র

বর্তমান বৃহদায়তন ব্যবসায় পরিমন্ডলে প্রাচীন ধরণের সংগঠন ক্ষুদ্র মালিকানা ব্যবসায় পূর্বের মতোই সকল সকল দেকেই অত্যন্ত জনপ্রিয়। নিম্নে এর ক্ষেত্রসমূহ উল্লেখ করা হলো:-

১. স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়:- যে সকল ব্যবসায়ে স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন পড়ে সেখানে একমালিকানা ব্যবসায়ই সবচেয়ে উপযোগী বিবেচিত হয়।

২. সীমিত চাহিদার পণ্য:- অনেক পণ্য আছে যার উৎপাদন ও চাহিদা বিশেষ কোন এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ ধরণের পণ্যের বেলায় একমালিকানা ব্যবসায়ই উপযুক্ত।

৩. খুচরা পণ্য:- ক্রেতাদের ভোগ অভ্যাস অনুযায়ী বহু পণ্য রয়েছে যেগুলো তারা স্বল্প পরিমাণে ক্রয় ও ব্যবহারে অভ্যস্ত।

৪. পচনশীল পণ্য:- কোনো কোনো পণ্য আছে যা পচনশীল। যেমন: ফলমূল, শাকসবজি ইত্যাদি।

৫. পেশাদারী ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান: ক্ষুদ্রায়তনের পেশাদারি ব্যবসায়, যেমন: ডাক্তারি, ওকালতি ইত্যাদি।

৬. সহায়ক প্রতিষ্ঠান:- বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার স্বার্থে অনেক সময় সহায়ক ক্ষুদ্রপ্রতিষ্ঠান যেমন: মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান। এ ধরণের প্রতিষ্ঠান গঠনে একমালিকানা ব্যবসায় অধিক উপযুক্ত।

Scanned with CamScanner

৭. স্বল্প মূলধনের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প: যে সকল ক্ষুদ্র শিল্পে কম শ্রমিক ও কম মূলধনের প্রয়োজন পড়ে সেখানে একমালিকানা ব্যবসায়ই উত্তম।

~~৮. কৌশলিক কর্মের ব্যবসায়: যে সকল ক্ষুদ্র শিল্প কম শ্রমিক ও~~

৮. কৌশলিক কর্মের ব্যবসায়: যে সকল কাজের সাথে ব্যক্তিক শিল্প কর্মের যোগ রয়েছে সেক্ষেত্রেও বৃহদায়তন ব্যবসায় গড়ে তোলা যায় না। সেখানে একমালিকানা ব্যবসায় উত্তম।

(ঙ)

একমালিকানা ব্যবসায় জনপ্রিয়তা নিয়ে টিকে থাকার কারণ: তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বজোড়া বাজারে বৃহদায়তন ব্যবসায় সংগঠনের পাশাপাশি প্রাচীন ধরণের ক্ষুদ্র একমালিকানা ব্যবসায় সফলতার সাথে টিকে থাকার বিষয়টিই বিস্ময়কর। এরূপ টিকে থাকার কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:-

১. সহজ গঠন প্রণালী: একমালিকানা ব্যবসায় গঠন-প্রণালী অত্যন্ত সহজ। বৃহদায়তন ব্যবসায়ের মতো সময় ও শ্রম এখানে ব্যয় হয় না।

২. মালিকের স্বাধীনতা: একমালিকানা ব্যবসায়ের মালিক তার স্বাধীনভাবে গঠন ও পরিচালন করে থাকে। এখানে কোন আইনগত বা অন্য কোন বাধা নেই।

Scanned with CamScanner

৩. স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়:- আমাদের আশে-পাশে এমন অনেক ব্যবসায় আছে যা পরিচালনা খুব বেশি অর্থের প্রয়োজন হয়না। আর তা হলো একমালিকানা ব্যবসায়।

৪. অবস্থানগত সুবিধা: বৃহদায়তন ব্যবসায় যে-কোনো স্থানে গড়ে তোলা যায় না। কিন্তু একমালিকানা ব্যবসায় যেকোনো স্থানে স্বল্প পুঁজি নিয়ে গড়া যায়।

~~৫. ঝুঁকিগত সুবিধা:-~~

৫. পরিচালনাগত সুবিধা:- একমালিকানা ব্যবসায়ের পরিচালনা সহজ ও ঝামেলামুক্ত। কোম্পানি সংগঠনের আইনগত ঝামেলা বেশি।

৬. ঝুঁকির স্বল্পতা:- বৃহদায়তন ব্যবসায়ে যেমনি অধিক পুঁজির প্রয়োজন তেমনি ঝুঁকির পরিমাণও বেশি। কিন্তু ছোট একমালিকানা ব্যবসায়ে কোন ঝুঁকি নেই।

Scanned with CamScanner